হাত বাড়ালেই হাজির ওঁরা

সাগরিকা দত্তচৌধুরি
কাকলি মুখোপাধ্যায়

ভালবাসা ও সহানুভূতি ভরা উষ্ণ স্পর্শে শহরের একাকী প্রবীণ নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গী হয়ে উঠেছে তারা। প্রবীণদের দিনরাতের সঙ্গী হতে হাজির বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। শহরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রতিটি মুহূর্তের শরিক হয়ে ওঠা এই সব সংস্থার চাহিদা এখন উত্তরোত্তর বাড়ছে। পরিবার থাকলেও কেউ স্বনির্ভর হতে চান, কারও পরিবার-পরিজন বলতে কেউ নেই। আবার কারও পরিবার থেকেও নেই। কর্মসূত্রে ছেলে-মেয়েরা থাকেন বহু দূরে। একটা সময়ের পর তাঁদের পাশে কেউ দাঁড়াতে চান না। কিংবা দাঁড়াতে চাইলেও সন্তানদের ব্যস্ততা এতটাই যে প্রয়োজনীয় সময়টুকু দিতে পারেন না। ফলে এই অসহায় প্রবীণরা একটা সময়ে একাকিত্বে ভুগতে থাকেন। তাই তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কেয়ার কন্টিনিউয়াম, দীপ প্রবীণ পরিষেবা, সাপোর্ট এলডারস, বৈদ্য, ট্রাইবেকা কেয়ার প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থা। তারা শুধু স্বাস্থ্য পরিষেবা নয়, তাঁদের প্রবাসী সন্তানদের সঙ্গে নিয়মিত স্কাইপে কলিং করিয়ে দেওয়া, তাঁদের শখ-আহ্লাদ মেটাতে তাস-দাবা-লুডো খেলা, তাঁদের পছন্দের মিউজিক শোনানো, ব্যাঙ্কের কাজকর্ম করা, জরুরি ফর্ম ফিলাপ, ইলেকট্রিক বিল জমা করা, পেনশন তোলা, গল্পের বই পড়ে শোনানো, মাঝেমধ্যে কাছাকাছি ঘুরতে যাওয়া, শপিং মলে বেড়ানো, রেস্তোরাঁতে খাওয়ানো, সিনেমা, নাটক দেখানো, জন্মদিন পালন— সবই করে থাকেন এই সংস্থাগুলির সহায়কেরা। প্রবীণ-প্রবীণাদের সাহায্যের জন্য অতি পরিচিত সংস্থা বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে আশ্রয় করে নিয়েছেন শহরের সিনিয়র সিটিজেনরা। গড়িয়াহাট রোডের কাছে 'কেয়ার কন্টিনিউয়াম' সংস্থা দু'বছর ধরে শহরে বয়স্কদের পরিষেবা দিয়ে চলেছে। সংস্থার অধিকর্তা ডাঃ সোমা ভট্টাচার্য জানান, বয়স্কদের জন্য স্পেশ্যাল কেয়ার লাগে। যেটা ডাক্তারেরাও দিতে পারেন না। তাঁদের ওপর না রেগে শুধু শারীরিক অসুস্থতা নয়, একাকিত্ববোধ দূর করাও একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আমাদের 'ক্লাব ভিন্টেজ' পরিষেবার মাধ্যমে একটা গ্রুপ করে বিভিন্ন গানের আসর, নাটক দেখাতে নিয়ে যাই। আবার কিছুদিনের জন্য কেউ কোথাও গেলেন অথচ তাঁর বাড়িতে বয়স্ক মা-বাবার খেয়াল রাখার কেউ নেই, সে ক্ষেত্রেও আমরা পরিষেবা দিয়ে থাকি, যাকে রেসপাইট কেয়ার বলে। বিভিন্ন পরিষেবা অনুযায়ী নানা প্যাকেজ রয়েছে। ৩ হাজার থেকে শুরু। দীপালি গুপ্ত, এল এম মুখার্জিরা বলেন, 'কেয়ার কন্টিনিউয়ামের পরিষেবা নেওয়ায় নিজেকে কখনওই একা মনে হয় না।' 'দীপ প্রবীণ পরিষেবা' ২০১৩-র ৮ এপ্রিল থেকে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তের প্রবীণ বাসিন্দাদের পরিষেবা দিয়ে চলেছে। চব্বিশ ঘণ্টা হেল্পলাইনের মাধ্যমে সংস্থার সহায়কেরা স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরিষেবা দিয়ে চলেছেন। সংস্থার ম্যানেজার (অপারেশনস অ্যান্ড মার্কেটিং) লিওনার্ড রোজারিও জানান, একাকী বয়স্কদের সবথেকে বেশি প্রয়োজন সঙ্গ। প্রবাসে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে এখন স্মার্ট ফোন, ল্যাপটপে বিভিন্ন অ্যাপস ডাউনলোড করে দেওয়া, ই-মেলের ব্যবহার, স্কাইপে কলিং— সব ধরনের পরিষেবা আমাদের সহায়কেরা করে থাকেন। গল্‌ফ গ্রিনের বাসিন্দা অণিমা রায়চৌধুরি, রাজারহাটের গায়ত্রী চ্যাটার্জিরা জানান, প্রায় দু'বছর ধরে পরিষেবা নিচ্ছেন 'দীপ প্রবীণ পরিষেবা' থেকে। কোনও চিন্তাই করতে হয় না, ওরাই সব করে দেয়। ৫ হাজার টাকা দিয়ে এক বছরের প্রিভিলেজ কার্ড করা যায়। ৫-৭ হাজার টাকার মধ্যে বিভিন্ন প্যাকেজের সুবিধা রয়েছে। 'সাপোর্ট এলডারস' সংস্থার সি ই ও অপ্রতিম চট্টোপাধ্যায় জানান, দু'বছর ধরে প্রবীণ নাগরিকদের তাঁরা পরিষেবা দিয়ে চলেছেন। হঠাৎ করে কিছু যদি হয়ে যায় তখন কী হবে, এই ভয় পেতে থাকেন বয়স্করা। তাই একটা বিশেষ ঘড়ি দেওয়া হয় প্রবীণদের, তার মাধ্যমে আমাদের সহায়কেরা অফিসে বসেই ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। 'দি সিলভার সার্কেল' বলে একটা পরিষেবা রয়েছে, যেখানে কেউ কিছু শিখতে চাইলে শেখানো হয়। সম্প্রতি উডল্যান্ডস হাসপাতালের সঙ্গে যৌথভাবে 'ওয়েল বিইং সার্ভিস' শুরু করেছি। মেম্বারশিপ ফি ১৫০ টাকা। মাসিক ২ হাজার টাকা থেকে ৪৫০০ টাকার মধ্যে বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়া হয়। ভবানীপুরের 'ট্রাইবেকা কেয়ার' সংস্থার কো-সি ই ও প্রতীক সেন জানান, দু'বছর হল আমরা শুরু করেছি। আমাদের 'আদর', 'যত্ন' এবং 'নিশ্চিন্ত' নামে তিন ধরনের প্যাকেজ রয়েছে। ডাক্তার, নার্স দেখা, ফোনে খোঁজ নেওয়া-সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজ করে দেওয়া হয়। ২৫০ থেকে ৮ হাজার টাকার মধ্যে বিভিন্ন রকম পরিষেবা দেওয়া হয়। প্রয়োজনে হসপিটাল বেড, অক্সিজেন কনসালটেটর, বাইপ্যাপ ভাড়া দেওয়া হয়। কলকাতার বাসিন্দাদের কাছে গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এই সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছে 'বৈদ্য' নামে একটি সংস্থা। ২৪ ঘণ্টাই পরিষেবা দেওয়া হয়। কলকাতার যে প্রান্তেই বাড়ি হোক না কেন, মোবাইলে ২৪৪২৬০১৭ এবং ৯৮৩৬৩৬২১৫৮ নম্বর ডায়াল করলেই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ডাক্তার আপনার বাড়ির দরজায় পৌঁছে যাবেন। সংস্থার পক্ষ থেকে তৃষ্ণা মুখার্জি জানান, আমাদের ১২০-১২৫ জন ডাক্তার রয়েছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারও রয়েছেন। বরানগর থেকে গড়িয়া, কিংবা জোকা থেকে রাজারহাট— যেখানেই হোক, একটা ফোন পেলেই পৌঁছে যাবেন ডাক্তারেরা। 'বৈদ্য'-য় ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর পরিবারের সুবিধার জন্য যে ডাক্তার পাঠানো হচ্ছে, তাঁর নম্বরও দিয়ে দেওয়া হয়। খরচ পড়ে ১০০০-১৫০০ টাকা। প্রত্যেক সংস্থারই নিজস্ব ওয়েবসাইট ও হেল্পলাইন নম্বর রয়েছে। বৃদ্ধাশ্রমই যে নিঃসঙ্গ পিতামাতার একমাত্র ঠিকানা নয়, তা প্রমাণ করে দিয়েছে এরকম সংস্থাগুলি। এদের চাহিদাকে আরও সুগম করে তোলেন এই ধরনের সংস্থার প্রশিক্ষিত সহায়কেরা।